মহাভারত

মুখলপ্লন।

নারায়ণ নমক্ষত্ত নরকজব নরদীম নমুপনম।
দেবীঃ সরস্বতী ব্যাসসং তত্ত্ব জয়মুদীরয়েৎ।

যুধিষ্ঠিরভিঃপ্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাক্তের মূলন প্রদ্যমন।
জয়মুদী বলে শুমী কহ তপোধন।
কি কি কর্ম করিলেন রূপকিলীরখ।
তার নিবারণ হেতু হৈয়া আবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথ্বীবর্জ ভার।
তবে কোন কর্ম করিলেন যমুনাশ।
বিবর্তিঃ আরামেক কহিবা মহামূল।
ভারত শুনিতে রাজ্জ বড় হস্তমন।
পরাগে করয়ে মেন স্থতপদ ভওমন।
প্রশ্ন করি সর্বতো তত্ত লন মুনিশানান।
সাধু সর্বগুণে রাজ্জ পূর্ণ সর্বগুণে।
নিহল নহিবে হেন সাধু কৃফিতেল।
যার যশ প্রচারিল এ মহীষবুলে৷
নৃপতির প্রথম শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসাঃ।
বলেন পৈশাচিক শুন কুরুক্ষতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষায়তি।
একদিন বেদী পরে বসি নারায়ণ।
রূপকিলী প্রচুরতি নারী সেবয়ে চরণ।
জাতিবহুতি সত্যভামা ভব্য নামঃস্থিত।
মিত্রবিন্দা মাত্রী আর কারার্থী প্রেমিত।

এই অট্ট পাটিতাপী শ্রীফুকোহিনী।
যোদ্ধাশহস্ত আরা কুঞ্জের রূপণী।
নিজ মনওরথে সবে দেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যবধ করে নিজ হস্তে করি।
তাক্ষরু যোগীয় কেহ মনের হরিবে।
রাখুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে।
হেমমতে সবে করে স্রোণী সেবন।
অনিত্য স্থানেত লিঙ্গ কমলারমণ।
ব্রহ্মা আর্ধী দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সবে যোজি করেন বসিয়া।
তাজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ বসন্ত।
পৃথ্বীবর্জ রহিলেন না করেন মৃত।
নরদেহের ধারিণ্য নাশিতে ক্ষিতি-ভার।
মহা দৈত্যগণেরে করিলেন সংহার।
করিলেন মূল কর্ম করি অনুসারে।
যাহা অরি পাপিলোক যায় ভবপারে।
দিন দিন অবনীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় স্বচিং।
হেনমতে দেবগণ করে অনুমান।
জানিলেন সর্বত্র অস্ত্রধারী ভগবান।
বেলাতে বসিয়া কৃঞ্চ চুলিয়া নয়।
দ্বারকায় বসন্ত করিল। নিরীতন।
স্নানে স্নানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব ॥
নগর ভিতরে সব লোক কলরব ॥
ঠালাঠি-গভর্যাতে পথ নাহি পায় ॥
পথ যাত লোকেতে পৃথিবি সবক্ষয় ॥
দেখিয়া চিনিত হইলেন নারায়ণ ॥
কি উপায় করিবেন ভাঙ্গন তখন ॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সহার ॥
আমা হৈতে তৈল আরো চতুর্দশ ভার ॥
করযোগী বলে যত কৃষ্ণের নন্দন ॥
সের অগ্রিতি কর যত মুনিগণ ॥
চিরদিন গড়বড়ী এই ত অন্ন ॥
না হয় প্রহর বড় পাইছে যথার্থ ॥
ততদিনে প্রদাবিবি কি হয় অপত্য ॥
আপনার মহারানী কহিবেন সতা ॥
এত শুনি মুনিগণ কৃষ্ণের বাপিণ ॥
ধানঘর হইয়া দেখি কঠিল তখনি ॥
জৈনলাম শুনি হও কৃষ্ণের কুমার ॥
লোহপাত্র করিয়াছে গত্রের আকার ॥
অবজ্ঞা জায়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে ॥
কোনোমুখে কঠিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণের নন্দন তোমা বহুকুললেবর ॥
বালিকন্তের উপহাস করহ যদায় ॥
যে লোহপাত্রেতে কৈলে গত্রের আকৃতি ॥
এখনি উচিত বংশ হইবে উপায় ॥
তাহ হৈতে মোনা সবে হবে বড় ভয় ॥
বহুকুল ধৰ্ম্ম হবে জানিয় নিষ্ঠায় ॥
হেই সময় সেই জালমণ্ডল-সুত ॥
যুদ্ধ প্রসর এক কৌশল আঘাতিত ॥
চিনিত হইলেন দেখি যতেক কুমার ॥
কি করিব কি হইব করেন বিচার ॥
হুল দেখিয়া অতি বিশালিত মন ॥
সকল কুমার হৈল মুলন বনম ॥
আপনার দোহে হৈল কুলের নিন্ধন ॥
কুল অন্ত হবে হেন বৃষ্টিয়ে কারণ ॥
অজ্ঞান হইয়া কৈলু বিঞ্চে উপহাস ॥
রক্ষা নাহি নিষ্ঠুঃ হইবে সর্বনাশ ॥

শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর ॥
না জানি কি কহিবেন দেব হলধর ॥
কি হেহত কুবুজি আজি তৈল মোসবার ॥
কোন মতে হইবে ইহার প্রতিকৰ ॥
কোন লজ্জে লোকে তবে দেখায় বদন ॥
শুনিলে এখনে কুবুজি নারায়ণ ॥
বড় লতা তবে আজি হল মোসবার ॥
বাছড়া হৈল গূঢ়ে পুং না যাইব আর ॥
এই অমূল্যতাপ করে যত শিষ্ণুগণ ॥

অনির্ধারণ জানিলেন সব নারায়ন ॥
পুত্রগণ সমাজে আসি গদাধর ॥
কহেন সবার প্রতি মনুষ্য উন্মত ॥
কি কারণে মোনভাবে দেখে পুত্রগণ ॥
কোন দুরোহী জীবি হৈলে বহুকুল কারণ ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার ॥
দেবতে কুবুজি তত তৈল মোসবার ॥
কুকর্ম হৈল আজি, রুদ্ধি হৈল হাস ॥
মুনিগণে দেখি করিলাম উপহাস ॥
তারা প্রতিকৰ এই হৈল মুলন ॥
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ইহা হৈতে হইতেক যজ্ঞবল্ক্ষ গৰ্গ ॥
এই হেহত আমার হইয়াছে ভয় ॥
লজ্জা ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ ॥
বুঝিয়া যা হয় দেহ করহ বিগন্থ ॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শিক্ষিত ॥
শিক্ষণে আশার দিতে শুনিয়া শিক্ষিত ॥
এই হেহত চিন্তা কেন কর সর্বজন ॥
যাহ কহিতে তাহা শুনি যদি লয় মন ॥
মুখল হইয়া যাহ প্রভাসের তীরে ॥
গহিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপর ॥
ধর্মঃ করিয়া ক্ষয় ভয় কিরা আর ॥
সহধর্মনগনে গাহ যজ্ঞেক কুমার হ ॥
আদিরা প্রভাস-ধর্মে করি সন্মান ॥
পাষাণে ধর্মণে সবে আনন্দ বিগন্থ ॥
ধর্মীণা করিয়া ক্ষয় কৃষ্ণের সকল ॥

গ্রন্থে দিয়ে ক্ষয় হৈল মূলন ॥
অবশেষে আল্লাহর হিন্দিতে,
দেখিয়া কুমার সেই হইল বিদ্রুপ 
হাতে ধরি গ্রাহিতে আঘাত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পার্থিব ক্ষয়।
খণ্ডে মানের খাসু উপরদেশে।
কি আর করিব ভয়ংকর অবশেষে।
এতেক বালক সব মনে অমূল্যনি।
শেষ লোহ প্রভাস সলিলে ফেলে টাননি।
হরিতে মান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারবত্তি চন্দ্র গেল বালক সকলে।
গোবীন্দের আগে আসি কাহি কাহি।
শিশুগণে আশ্বাসনে দেব চক্ষপাতি।
তারতে মুখলপট্ট অপূর্ব আখ্যান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে প্রীতেবান।

বহুক্রু কর্যবারে কর নিলামনের যুক্তি।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মূল রূপান্ত কপি শুনে কারণ।
মূল গাছিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হৃদে হইল নল-খাড়া ডার বন।
শেষ লোহ জলে ফেলে টাননি।
জলে ছিল মহাস্তার তাহার পিলিল।
ধীর আইল মৎস করিতে ধারণ।
জালে বন্দী হহম মথ দেবের কারণ।
লোহ শেষ পায় মূঢ় কাঞ্জবার কানে।
জনা নামে এক বাণ্ড এলে সেই স্থল।
মাসিয়া লোহ ধীর ধীরের স্থান।
কষ্টগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণে।
এধানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশে সদয়ে বিচারি।
অধোন কর দেব বেজারমাণ।
ভারতবর্ণে আইল এ তুবন।
ছুট দৈত্য মারিয়া খণ্ডু পৃথিবীর।
ততোধির যদুক্রুল হইল আমার।
ইহা সব বিচারে নহে তার শেষ।
অধিক যাতনা কির্তি পায় ত বিশেষ।
সকল তোমার অচেতন কর্ম বিশ্বাস নহে।
অতঃপর মিলালে তোমার সর্বকি দেহে।
আপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানে সংহারে।
কৃতিভাব হেতু পূর্বক করিলে সোহার।
এই হেতু পৃথিবীতে এলে হরা করি।
অত্যন্ত বিহিয়া বগুলী পৃথিবীভার।
ধর্ম সংহারে আর অত্যন্ত সহার।
চিরদিন শুদ্ধ আছে বৈকুণ্ঠতন্ত্র।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন।
নরসূত্র ধ্রুবি রহিলে ক্ষিতভূলে।
রূপা করি যত লোপ কৃত্তির্ভুত করিলে।
সনাতন দৈত্যগণ উৎসর্গতি।
ুলায় সংহারি ভাব খেলায় জিত।
মধ্যামাতার মরা কে বুঝিতে পারে।
বিভূতি ভাব নাই তোমার কীর্তি।
রূপায় করিলে পার যত পাপগণ।
কৃত্রিমপান নাম ইহার কারণে।
এই রূপে বিধাত কহিল স্তুতিবাকী।
হাসিয়া উভর দেন দেব চক্রপাণি।
অচিরে বৈকুণ্ঠ যায় শুন বিধব।
নিঃসংখ্য গৃহে যাও যতেক অমর।
ভাব নিবারিতে আমি আপনি পৃথিবীতে।
তত্তাত্বিক ভাব কিন্তু হৈল আমার হৈতে।
সূর্য রুদ্ধ হৈল আমার কারণ।
অন্তরায় নাহি হয় নিবন্ধন।
ব্রহ্মাণ্ড লাগায় করি সংহারিত ভাব।
অচিরে যাইব আমি শ্রান্তে আপনার।
সত্যের নিঃসংখ্য করহ গমন।
থাকিতে বিহার করহ দেবগণ।
শুনিয়া সামন্ড এক্ষু আদি দেবগণ।
প্রকাশণ করি বন্ধে শ্রীরূপ-চরণ।
কেন যত দেবগণে লইয়া সংহার।
গেল বিদায় হৈল দেব একাপতি।
বলভদ্র সহ হরি করিয়া বিধান।
পুর্বগণে জানিয়া করিল আছা দান।
বিপিন উৎপত্তি দেখ হল বারে বার।
সবে মেলি করহ ইহার প্রতিকার।
প্রভাস তীর্থেতে সবে করহ প্রয়াণ।
আপাদ বিজ্ঞাপন সব তাহে কীলে সম্পাদন।
নীতিভিন্ন সন্ধ্যা কার সব শুদ্ধ।
সবে চল যুদ্ধবৃত্তে আছে যত জন।
শ্রীগণ কেবল মাত্র রহিত বর্ধে।
হরির আদেশে সবে চলিল সম্ভার।
স্বর্গুর আদেশে পেলে যত যুদ্ধ।
প্রভাসে বাহিরেতে সজ্জা করে সর্বজন।
পুরুষগণে আদেশ করিয়া হুই ভাই।
শ্রীগণভিন্ন আইনেতে মাত্রারিত ঘাই।
ততক্ষণা নিশ্চিতে কেহ হুইয়াই।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন।
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত জন।
মায়াময় রূপার এই নিগুঢ় বন্ধন।
হেন মায়াজাল এড়ি তবে দেহ মন।
সংসারের মায়াময় ভাব হুই জন।
নিঃসংখ্য কর্মাচর্চা বুঝে হুই কালে।
সংসার দুঃখ আপন অজ্জিত কর্মফল।
ইহা জানি ব্রহ্মাজ্ঞান কর আচরণ।
পাইব উভয় পতি শুন দুঃখ।
এত বলি এবেদিয়া জনক-জানী।
প্রভাসেতে যাহা করিলেন চক্রপাণি।
উপাধিতে সমৃদ্ধি। দেব দামোদর।
দারকে বলেন রথ আনহ সহর।
আজ্ঞামাতা দারুক রথের সজ্জা করি।
শুদ্ধুজনে আরোহণ করেন শ্রীহরি।
মুল পর্বের কথা অমৃত সমাধি।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাম।

---

দপ্তরেতে হইলেন প্রভাস তাত্ত্বিক গমন।
কৃত্তি সেথা চলিলেন যত যুদ্ধ।
বলভদ্র কৃত্তব্যে সাত্যিক সাপুত।
কামদেব চারুদেশ্য হেদেফ চারুক।
চারুদেশ্য চারুপূণ্ডর হেতো চারু।
চারুদেশ্য বিচারু এ দশতি নন্দন।
রুপান্তর গর্তে এরা লভিল জন্ম।
হৃদঘন্তু সত্যঘন্তু আর চন্দ্রঘন্তু তায়।
প্রতায়ু বিভানু রূপহানু প্রতিভানু।
ভাগমুনান অবিভানু এই প্রেম দশ।
সত্যভামা উদরে শ্রীকৃষ্ণের ওষুধ।
শ্রীশাশ্ব প্রশ্নিত শতাক্ষিত চিতেকেঃ।
প্রশশিত বিক্ষেপ সহস্রনির্দত্ত।
বহুধন নন্দন যে ব্রহ্মণ দশ।
জায়বতী নন্দনের এই জ্ঞান জ্ঞান।
বীরচন্দ্র অমিয়ন বৃষ্ট বেগবান।
আর শক্তি বৃষ্ট কৃত্তি চিত্রন্ত অধ্যায়।
লঞ্জিত। উদরে হইল এই দশ।
কুঞ্জের স্মার হয়ে কুঞ্জের সাহস।
গুলি কবি বৃষ্ট স্নান নামক।
ব্রহ্ম শাস্ত্র দশ পুরুষায় শ্রীসন্তক।
কালিন্দী দেবীর মূৰ্ত্তি এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এলাকায় ভূমিক।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এলাকায় ভূমিক।
প্রথম চরণ সিংহ উর্ধ্বগুর।
গাত্রবান মহাশিক্তি সহ অরব বল।
আর যে অপরাজিত এই দশ জন।
মায়ীর গর্ভের নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরিণ।
রুষ গৃহ বাহু হয় অরিন পর।
বহম অন্তর্গত স্থান এই নয় জন।
দশম শারু এই গোবিন্দ নন্দন।
মিত্রবিন্দা। দেবীর আনন্দ বিবর্জন।
রূপসেন সর্বগুলি শুধু আরিজ্ঞ।
হৃদঘন্তু সত্যক রাম শ্রীশাশ্বায়মণ্ডিত।
আনু আর জন্ম এই দশটি স্মারণ।
ভ্রাতার নন্দে কুঞ্জ সন্ধ প্রহর।
অত মহীয়ার পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কুঞ্জের নন্দন।
গোবিন্দের তার্ক। বলে সহতে করার।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল লভার।
কুঞ্জের নন্দন এই করিল লিখ।
তা সদার পুত্র পোষ্কে কে করে গণ।
অপর যাদব-বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপাই কোরি করে বিচার।
সুগঞ্জ করিয়া রথে করে আরোহণ।
নানা অত্য ধনুযুক্ত করিল ধরায়।
অপূর্ব কুঞ্জের মায়া কে রুকিতে পারে।
নগর বাহির হইল হইলেন পর।
দ্বারে তারিণী হৈল কুঞ্জের গমন।
বিবেক অঙ্গর হৈল দ্বারে ভূন।
চতু-পুষ্পলিঙ্গ প্রায় রহে সর্ব নাম।
মোহীক্তে নিৰ্মেঢ়ে নিঃসরে মেঢ়েবার।
হেমতে দ্বারক। তারিণী নারায়ণ।
করেন প্রভাস-তরে সহরে গমন।
মুখপাত্রের কথা ব্যাপার রচিত।
কাকিরাম দাস কেহ রচিয়া সঙ্গীত।

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাচ্চারবার।
সাত্যকির বচন হাসেন নারায়ণ।
পুনরূপ সাত্যকির বলেন বচন।
জানি আমি সাত্যকি তোমার বিপণ।
কুকু-পাখের দলে জানে সর্বজনন।
কর্ণের সহিত পুলিক ফুলে একবার।
প্রাণ লয়ে পলাইলে করি পরিহার।
দৌল সঙ্গে যুবজ পাইলে পরভব।
কেহ কেহ মা যুবকের করিয়া পৌরব।
সিপনাদি করিয়া বলিলে রচ্চল।
হীনশক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে।
ভাবিত হীনশক্তি হীন অন্বন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন।
বোধমুখ তুষ্ট শুধুরুহী।
যুযুক্তে আমিয়া ছিল তোমার সহায়।
নিজ শক্তি না জন্মিয়া যুদ্ধে দিলে মন।
যে গতি করিল-তোমা হয় কি উন্মত।
যৌবন অন্ন কৃত মাঝা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উণ্মুক্ত করিিলি কার্যারে।
হেনকালে কনিষ্টাম অজ্ঞান নিক্ষেতে।
ছে দেখ শিনিপূত পাইটল সহচরে।
তুরিশবাকাতে দেখ সাতালকি শির।
তুরিতে করি রঙ ধনজ্ঞ বীর।
আমার বোঝনে তেন কৃষ্ণের কুমার।
ধরঞ্জ সহ হন্ত কারে পাডিরেলে তারে।
হন্ত কারা গেলেন তারে অহংসুনের বাণে।
তোমে লোকায়া বীরে পড়ে সেইভেনে।
তুমিতে পড়িল প্রায় তাজিলে ভাবনে।
ধরঞ্জ লোকে তুমি তারে কারটে তখনে।
এই বীরপুনে তুমি করিলে সম্বরে।
দুর্গ করি কথা কহ সুভাষ ভিতরে।
কোন পরাক্রম তুরিশবাকে মারিলে।
বড় কর্মেই কৈল বলি মনে বিচারিলে।
পাপীর সংগঠনে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে কোনদের বর্তি।
মর্যাদা থাকিতে উত্তি করি হইল গজনে।
আর ঠাইই সৃষ্টি তুমি যথা লয় মনে।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুরে এতেক বচন।
বিমূঢ় মানিয়া চাহে যে যুঝুলাণ।
মনে মনে শত্রু সব করে অমূল্যত।
কৃষ্ণের পরমে প্রিয় সাতালকি উদ্যত।
এই দিনে সাতালকি বিচিত্র হৈল প্রায়।
নহে করুন্তে এই করে যথুরায়।
কৃষ্ণের উত্তরে শুনি শিনির নবনন।
মহাকাপের গাঁথন উষ্টল সেইক্ষণ।
বারুলি মদিনাপানে কৃষ্ণ লোচন।
দায়বাদ ছাড়েন মহাকোপ মন।
কর পদ কর্মার্ধে কর্মায় ওঠায়।
কুই মর্যাদা দশনে মর্যাদে করে কর।
গেজনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি।
আমায় এমন বাকি কহে দৃষ্টিত।
তোমার দুঃখপ্রয়ে যত কেবে নাহি জানে।
কপটে মারিলে পাপেরে বন্ধ্যগুণে।
অবধ পাপের সব তোমার উত্তরে।
রণজ্ঞ করিয়া রহিল স্নামস্তে।
যদি সবে এক ঠাইই বকিয়া রজনী।
তবে কেন সর্বনাশ করিবেক জ্যোতি।
তুমি আমি পঞ্চ তাই পাপুর নন্দন।
তব বাণে স্নামস্তে রহে সর্বস্বত।
রাষ্ট্রার্থ আদি পঞ্চ দেশপীড়িয়া।
রহিল শিবেরে মনে অনাথ আকার।
নিশিয়োগে ছিল সবে নিদ্রায় বিন্দুল।
চৌরুপে তিনজনে গেল সেইকালে।
কুপ কৃতবর্ষ। আর জ্যোতি কর্তমত।
নিমিত্ত জনেরে মারে দশর্ঘন প্রকৃতি।
যদি আমি থাকিতাম কিষ্কা পাপুয়ুষে।
কার শাক্তি হৃদপীড়ির পুট বিনিমিতে।
তুর্বর্ষ কুপ জ্যোতি তিন দুরাচার।
ইহা বহু পাপকারি কেবে আছে আর।
না বলিয়া অন্ত যদি পাপিয়া প্রাণে।
অমূল্য জনে আর হইল পশি জনে।
অবিরোধি জনে যেই করয়ে প্রহর।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার।
সকল অধর্মে পথে যে জন দুঝিল।
সে জন হামিক হইয়া সভাতে বলিল।
তোমার সম কপটী, কে পাপী দ্বীরাচারী।
সকল হইল না তোমার চাঁদুরী।
কপটে তোমার যত ধর্মের বিচার।
কোন ঠাইই বীরপানে না দেবি তোমার।
জোরাস্থ ভয়েতে তাজিয়া। মধুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈদ্ব বারকানগর।
কুড় জন বড় জন কেবা নামি জানে।
নলনের নদনে তুর্মি বাস রূদ্রবে।
গোপাল নাম খাইয়া বিংশে গোপগুহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেহই লোচে কহে।
জনের নির্গত তব কেবা নামি জানে।
বহুদেব দেবকীর পশিলা ভাবনে।
পিতা বহুদেব তৈল বৈবকিয়া জননী।
বহুদেব-নন্দন বলিয়। সবে জানি।
বাহ্যদেব নাম সিল করিয়া আদর।
সত্যমধ্যে কোল তোমা যাবে ইঘর।
বন্ধদেব পুত্র বলি মায়া করি সবে।
গৌরাচার নাহি নাই জীবসারি গৌরবে।
এই হেহু হইল বড়ই অহার।
আমারে করুন নিন। আচার দুরাচার।
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষুর জল মধ্যে তোরে বসিয়ে না দিল।

যুদ্ধিতার রহস্য যেন রজসুর কীল।
এক লক্ষ স্বপন্তে বরিয়া আনিল।
গৌরব করিয়া জীবন কহিল তাহাতে।
রাজসুর মধ্যে অগ্নি তোমায় পৃষ্টিতে。
তীর্থের বনেন ধর্ম পৃষ্টি তোমারে।
সেই হেহু রুপিল যতেক নরবে।
বলিল সকল রাজা যত কুচেন।

e সে সকল কথা তব হার কি স্বরাগ।
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটু ময়।
তোমার চাহিয়া কেহ নারে বৃদ্ধবার।
নিকলস্ত নিদর্শ নিপাপ সত্যব্যায়।
হেন জনে নিশ্চেষে যেই সেই তুষ্টমতি।
তোমার জন্ম পূর্বে কেবা নাই জান।
পিয়াছিল দৈবকার সমঘাট অন্তে।
দৈবক রাজার কথা তোমার জন্য।
পর রূপসী বিশালায় রূপ জিন।
দৈবিকা মহিত হল অক তোমার।
কথা লইবার হেহু করিয়ে বিচার।
বহু রাজা আশিয়াছে সমঘাট অন্তে।
বহু বাম সবার তবু মন্তান।
সূর গামনের যায় কথারে লইয়া।

c চৌদিকে অভিত্তিতে বেলিব আসিয়া।
দেহিয়া হইল বহু ভরে করুপাব।
কি করিব কেমনে হইতে পরিবার।
কথার কারণে আজি জীবন সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্ত মাজিয়ে নিশ্চয়।

ভয়ার্ত জনিয়া যত সাভ্য রাজস্ক।
ক্রোধ সংক্রান্ত গেল না করিল রূপ।
হটুর রাজস্ক সঙ্গে বাঞ্ছীক নদন।
বহুর উপরে করে অক্ষ বরিয়া।
দেখিয়া কুপিল শিন জন্ম আমার।

৫৩
চৌদিকে হীরা করিয়া অপন।
রাজ অন সারাবিষ্ট কাঠে ধমুরে।
প্রতারিত সমর হইল হিড়ঙে।
কোতো জন্ম মোর ধরি তাহ চুল।
চড় মারী দস্ত ভাঙ্গি করিল নিশ্চুল।
সকল চুপক্ষেতে কীল উপরচে।
সমস্ত চুরি পিতা সন্ধ্যে কোথার।
তোয়েতে সকল রাজা নির্মুখ হইল।
অপন আপন দেশে সব চলি গোল।
পিতা স্থানে সমস্ত অপমান পেয়ে।
শিব আরাধনা করে যার বনে গিয়।
কেবা তুষ্ট হয় বাস যাচে পুনস্কতি।
বর সাগে সমস্ত হারে করে স্তুতি।
নিশন্ত্র প্রাথায় সম দেহ কলেবর।
বড় অপমান কীল সত্য ভিত্তি।
তত্ত্ব আমার পুত্র হেমন বলবান।
নিশ্চুলে মোর পুত্র কের অপমান।
সেই হেহু সুরিয়ার্থা হীরা বলবান।
আমি কি কহিব ইহা জানে সবর্ক না।
এই হেহু আমার করিল অপমান।
না হইল শাক্ত তবু বিচারে পরাগ।
ধে কালে আমার কেশ ধরিল দ্রুতি।
কুমারের চক্র হেন মিলমিল তথাকথ।
কৃত্তি শাস্ত ধরে সেই সমস্ত স্থত।
দৈববলে এই কর্ম করিল অভিয়।
সেই জন করিল একেক অপমান।
বলে ছলে প্রকারে লাইব তার প্রাণ।
আমার সাহায্যে হেন কাঠে অর্জন।
আমি তার মুগ কাঠিক লেইন পুর।
ইহাতে পাঠকই বড় হইলাম আমি।
বড় ধ্বংসকেরে লেয়া বসিয়াছ তুমি।
পাগুর তোমার প্রিয়বচন বলি জানে।
তাহারের সর্বনাশ নিষিদ্ধ যে জনে।
প্রতি মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেইজনে।
মিন্ডিত জনেরে গিয়া করিল নিধন।
হেন জন হৈল তব পরম বাচাব।
জানিয়া তোমার শ্রদ্ধা যতমন পাগুর।
কপট করিয়া মজাইলে পাগুরে।
পরম কুটিল ত্বী কে জানে তোমারে।
মহাভারতের কথা অমূল্য লহরি।
কাশীরাম দাস কেহ ভবভয় তরি।

—

ফুলকুল বংস ও বলংসের দেহভঙ্গ।
এইরূপে বলাবলি হইল বিনাশ।
গর্জ্জিয়া উঠিল কুতূহল ধ্বংস।
হাতে অসি কারি যায়, কাটায় অসি অপ্রাণ।
গর্জ্জন করিয়া বলে বন্ধ কর্কশে।
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব না রুঝি করান।
গোবিন্দের নিন্দা কর দুঃখ অধোগামী।
ইহার উচিত হল তোরে দিব আমি।
সুরিশ্রুতি চাল খাড়া লইয়া বীর দাপ।
কোন পরাক্রম কর একেক প্রতাপে।
নৃপম সুহৃদ মধ্যে কৈল অপমান।
কোন লাজে ধর দুঃখ এ পাপ পরাণ।
আমনি হইতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শুষ্ক।
ধিক ধিকা আরে দুঃখ নিলে জিজ্ঞাসা।
আমারে নিম্ন দুঃখ না রুঝি কারণ।
পাগুরের সর্বনাশ কৈল কোনজন।
গোপুরপুত্র প্রবেশের শিবিরে দৈবে।
সংল করিল ক্ষয় গ্রামী একেকে।
আমি দোঘে আফিলাম দাগাইয়া দৰায়।
রে দুঃখ আমারে গালি দেহ অহঃকারে।
এর বলি অসি লয়ে কাটিবারে ধোয়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে অমদ্যি প্রয।
উচ্চিত কৃহিদের ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিনে এই আরে দুরাচার।

তৌর দর্প বৃত্তাকাতি তোর শির।
এর বলি অসি লয়ে ধোয় মহাবীর।
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমৈতে লোটায কুতূহল শরীর।
হায়কার শঙ্কে মাজে গতেকে যায়।
মায়া মায়া হাইল যত সব।
দেখিয়া অসুত কর্ণ সর্বনিশ্চয় মন।
অসি আত্মা বিবাহ হইল সর্বজন।
কুতূহল বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকি মিত্রবারে ধোয় যতগণে।
নানা অসি ফেলি মায়ে সাত্যমুক্তি উপর।
মুলধারায় নেন বরে জলন।
ম্যুহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত।
অসি বৃংহ করে মনে অতি ক্ষোঁধিত।
সহায়ের সহায়েরে হৈল হেল দুই।
মায়া মায়া শঙ্কে নয়নে।
প্রলয় সময়ে নেন উভয়ে সাগর।
দেবান্তে হয় নেন যুদ্ধ ঘোষত।
ঘোষত গর্জন সমন্বয়ে সিঙ্গাল।
ঝোঁকে ঝোঁকে বাণ দৃষ্টি নাহি অবসাদ।
ধনুকে যুদ্ধতে বাণ বিলুপ্ত না করে।
হাতে অসি বীর সব করে এহারে।
অসি অসি নিবারণ করে জনে জনে।
সর্বরে অসি হৈল অসি নাহি তুলে।
ক্রোধমনে মুক্ত করে নাহি। অবসান।
দাগাইয়া কোতুক দেখেন ভগবান।
অসুত দেখিয়া রাম বিগৃহবন।
বৃত্তান্ত জানিয়া সহি হৈলেন তখন।
যুবরে যাগবকুল আপনা অপমান।
খোঁকার লয়ে কেহ কেহ করে হানাল্যাম।
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অসি বরিশান।
কোনা পড়ে নেন তীর দর্শন।
ধনুক তুষার শঙ্কে পুলিল গোন।
ভরে ভিতি দিয়া লোক শুনিয়া গর্জন।
রন্ধনলে গালগালি করে ভাই ভাই।
ইফ বন্ধু কার' পানে কেহ নাহি চাই।
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহারে উপরে।
শেল জা শক্তি মারে তুমিন্তী তেমনে।
আপনি পাসরি সেথে কোপে আচেতনে।
পাধার তুলিয়া মারে ঘোর দরশনে।
মুগলর তুলিয়া কেহ মারে কারে মাধ্যে।
রথ অতি সারধি মারেন এক ঘাতে।
অ্যাকডি করিলে কেরে হর রথধান।
সিংহনাদ হৃদি ফেলে দিয়া এক তান।
প্রাহারে না করে ভয় অভেদ শরার।
অতুল সাহস সেথে রণে মহাবীরে।
হেনমত যুদ্ধে যত যাদব-কুমার।
শুভ কর হৈল কারে অ্যাম নাহি আর।
যত্নক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অতি তিল না ভেদিল।
উপায় করেন ভেবে দেব ভজন্য কার।
নিকটে এগুড়ার ভেবে দিয়া বিগমন।
মুকল যথেষ্ট পুরুষ সিলিন যে হইল।
তাহাতে এগুড়া নল বন উপজিল।
হঁচুগণে দেখাইয়া কন দাঁধাদর।
নল রক্ত ফেলি মার সেথে পরস্পর।
এই উপেদেশ যদি যথ্যুগণে পাইয়া।
শীতলতি নলবন উপায়ে যায়।
নল এগুড়ার গাছ ধরি হর যথ্যুগ।
অক্সে অক্সে প্রাহার করে জনে জন।
অস্ত্রেতে না ভেবে যেই যাদব শরার।
নল এগুড়ার যায় পড়ে সব বীর।
অক্সে পরিপালিতাপে পড়ে সৈকত।
প্রাঙ্গণে ধর্মসহ যত যথ্যুগ।
জনে জনে মারামারি অস্তিত্ব ক্রোধ।
তাই তাই চোদা জোঠা নাহি উপরোধ।
হেনমতে যথ্যুগ হয় মহারাণ।
দারুক তাকিয়া কন শ্রীধূমসুদন।
সভে দারুক যাহ মধুরানগরে।
মম রথে করি লহ প্রাণ মহাবীরে।
মধুরায় রাধ নিয়া প্রেপেশ্চ আমার।
অন্ত গেল যতদুকুল কিয়া ষেখ আর।
মূর্তপুর্ব্বক ॥ প্রথাম মন্ত্র—চাঁদনী বিং জগন্ধাত্রী হস্তাক্ষর বর্ষপ্রাদায়—

আমার পরম বদ্ধু পালং নন্দন ॥
অজ্ঞেয়ে আমিতে শীত করচ গমন ॥
কৃষ্ণ আহত পেয়ে চলা দারুক সারথি ॥
হস্তিনাপুরে গেল বিষাদিত মতি ॥
বলভূত কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
অবধারণ কর দেব করি নিবেদন ॥
এইখানে আমি ত্যাহ ত্যাক একালে ॥
বারকা হইতে আমি আমি স্বর্গপর ॥
মাতা পিতা পরিজন না পায় বারত ॥
সব সমোদিতে আমি যাই শীত তথা ॥
যাতু না আমি আমি বারকা হইতে ॥
তাহা আমি হেরা থাক এইমতে ॥
কৃষ্ণক্ষেত্রে বলভূত করেন দীক্ষাকার ॥
তোমা বিনা গতি ভাই কে আছে আমার 
রামের রাধিয়া কৃষ্ণ করেন গমন ॥
আরকানগরে আমি দেন দর্শন ॥
জনক জননী পূরনারীগণ যত ॥
সবাকারে প্রদর্শন করেন সমুচিত ॥
পূর্বে যত অমঙ্গল হইল অপার ॥
প্রতাসে গেলাম করিবারে প্রতীকার ॥
স্নান করি একত্রে বসিয়া সর্বজন ॥
কথায় কথায় চন্দ করিল সর্নক ॥
সেই বদনে মহাকোপ হয় সবাকার ॥
আস্ত আমি মূর্তি করি হইল সমাহার ॥
একজন বদকুলে অম কেহ নাই ॥
কেবল আছি যে রামকৃষ্ণ ছই ভাই ॥
শোকেতে আকুল রাম না। আইসে ঘরে ॥
তব আচরণে তিনি প্রভাসের তীরে ॥
আমিও শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
গুহাস ছাড়িলাম হয় তপপারী ॥
সংসার অন্যম মাত্র সব মায়াজ্ঞাল ॥
ইহাতে মোহিত হইল দৃষ্ট যায় কাল ॥
এমন সংসার ধন্ত দেখ তামি মনে ॥
দীর্ঘসিক্ত করি মনে দহে তত্ত্বাচারে ॥
বিষাদ ভাবিয়া সদে ধর্ষে দেহ মন দেহ ॥
এত বলি ছেলানি মাগেন নারায়ণ ॥

সবার জীবন হরি নিহ নারায়ণ ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সর্বজন ॥
যমন্ত্রে শরীরে অহিল সবাকার ॥
অন্যুদ লোতায় লোক শবের আকার ॥
রামের নিকটে আমি শীতভূত ॥
তাহী তাহি মিলিয়া করেন আলিঙ্গন ॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগালন করি ॥
হরে পরমর্শে জন্ম করি মন ॥
যুগল নয়নে হৃদি কৃষ্ণের বদন ॥
যোগে তন্ত্র ত্যহীলে রহিত্বেন নন্দন ॥
ভারত মূর্তপুর্ব্ব ব্যাস বিচিত্র ॥
কাশ্যপদাস কহে রচিয়া সংগীত ॥

———
ধ্রুবকের দেহপ্রাগ ॥
যদুবংশে অবতরি, বাসনা দেব নাম ধরি, 
কৌকৃতে অবমনোহরী ॥
ধ্রুব কথিক্ষে হয়, হস্তজন পালন লম্ব, 
ভক্ত-বংশল চক্রধারী ॥
ধ্রুব নাম গুণ গাই, সর্বব্যাপে ত্রাণ পাই, 
নাহি রহি শমনের ভয় ॥
ন্যাখ্যাপ লক্ষ্য করি, কিভিভাগ ত্রাণ করি, 
নির্জন বংশ দর্শন করি ॥
এক জন নাহি শেষ, হেনে চিন্তিত জ্যেষ্ঠেশ, 
নির্জন দেহ ত্যজিতে বিচারি ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাবে পেরে, 
বসিলেন শাবে মুরারী ॥
বসিয়া রুক্ষের পর, চিত্রিতেলেন চক্রধর, 
নির্জন দেহ ত্যাগের কারণ ॥
এক পদ তরু পরে, আরাহিয়া গদাদর, 
নাত্র করি বিতারি চরণ ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি প্রানু শাবে মনে, 
নোনেতে আছেন গদাদর ॥
নদকার মন্দভূতি, ব্যাস এক এল ভাল, 
যুগ্মার হলে একালে ॥
স্রো দৃষ্টি ধরে নাম, ধূমকীলেদেশুপন, 
হাতে ধরি দিবা সহ শরাসন।
সীতার নামে মম নারী, রাবর লাইল হরি,
অমর্শিকে দুই সহোদর।

dকামনা হইল বনে, আর চারিকে কপিলেন,
সখা হৈল সহিত আমার।

বখ কর বলরাজ, প্রোক্তায় করিছু রাও, ছিলে কৃষি বালির কোঁওর।

মারিয়া লক্ষার পতি, উজারিনু সীতামাতী,
দিতে বর যাচিতু সোমারে।

পিতৃবৈরি মারিবারে, বর মাগি নিরল। মোলে, আমিও ছিলাম অঙ্গাকার।

সেই একোদন ফলে, জনম হৈল বাণ্ডুকে, মুক্ত হ'র যাহ বর্গপুরে।

হেনকালে আচিষেত, পুষ্পাক্ষ্মি অগ্নিত, রথ এল বাণ্ডুকের গেঁচে।

চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহায়া বাণ্ডুক, বর্গপুরে করিল গাম।

আরম্ভদূলন হরি, হদষে ভাবনা করি, নিজ দেহ ভাঙ্গন তখন।

জ্যোতির্ময় নির্গ অঙ্গে, এবেনি পরম রচন, দেবগণে করে স্ততিবাজী।

চন্দ্রভূতি-নিনাদ বাজে, অঙ্গরী কিসীরা নাচে, হলোহবি অমর রমণী।

পুষ্পাক্ষের করে সবে, পারিয়েছগন সবে স্ততির করে হর মনুনগন।

চতুর্যুক্তে বিধবার, পশ্চিমে মহেশ্বর করপুটে করয়ে সোধ।

অখিল ইহল দাঁতু, কুব্ব ইহল তৃষ্ণ।

শুনর ভক্ত, ভাই, স্মরণে যুক্তি পাই, এড়াই শমন দরশন।

ভক্ত সুন্দরী, ভক্তবাণু করে সিদ্ধি,
নাহি আমি ভক্তির সমাগ।

ক্ষণিকার বলের যথি, পার হবে ভক্ত-নানী,
ভঙ্গ দেই দেব ভগবান।
ধূমনিয়া দারুফি কেই খোঁড়কির হাত।
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাদ।
স্বর্ণত অঙ্কুন রাজা করহ বিদায়।
বস্ত্রজ্ঞ দেখিয়ে চাহেন যত্নায়।
শুনি অর্জুনের সনে পাপুবংশপতি।
স্বর্ণ হইয়া পার্থ যান শীত্রগতি।
স্বর্ণ গমনে পার্থ ধারকানগরী।
বিষ্ণু মানেন সেই ধারকাকী হেরি।
পূর্বরূপে শোভা কিছু না সেখানে আর।
হৃষ্টাকার পুরীকুলে পানে অধিকার।
পুরুষেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চত্র-গৌড়ীকা প্রায় আছে অহুমানি।
শুক ওঠে শুক মুখ শুক সর্বন অঙ্গ।
না হয় অনন্দ বাৎ নৃত্ত গীত রঙ্গ।
মল্লাকের শব্দ নাহি দারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে।
গৃহ কর্ম নানা পশ্চি উড়ে পালে পালে।
ঘোরতর শব্দ করি উঠে বলে চালে।
এত সব দেখি পার্থ হইয়া চিন্তিত।
চক্রেতে পড়া জল চিন্ত বিকলিত।
বসমার দৈবকী রোহিত ভিসুন।
প্রাণীহীন জনেন ভূমিতে শায়ন।
প্রাণিয়া জিজ্ঞসায়েন অঙ্কুন-বাহর।
শুকতমূল সবর বদনে নাহি রথ।
পুনঃ পুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞসা।
হরি বলি কানে সবে নাহি অধুন ভাষা।
কর্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্বজন।
চিন্তায়জ্ঞ ইহলেন কুস্তীর নন্দন।
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবন।
প্রসূরে দেখিয়া যদি চল সর্বজন।
প্রভাবের তীরেতে আছেন চাই ভাই।
সকল সাধারণ আছেন তথাকা।
এত বলি সকের চলিল চূঙ্গ।
শূলায়া হৈল পূরী দ্বারকা অনেক।
পথে বিহরণে সবে যায় ধীরে ধরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাবের তীর।
ধুয়ে দেখিয়া যত্ন করুকের সংহার ।
ছুয়ে গড়াগড়ি যায় অঞ্চল সবাকার ।
হারা রবে কাঞ্চিলো ইত্যাদির নন্দন ।
করোনা বিলাপ বন্ধ মহাশুক্ল মন ।
রামের শরীর দেখি প্রভৃতির তীরে ।
বিলাপ করোনা পার্শ্ব প্রহৃত শরীরে ।
হারা যত্ন করুকের বীর হলদী ।
মুখল লাঞ্জল কেন তুষির উপর ।
কোল ভ্যাজীগু গোধিয়ে দিলা মন ।
কোম দৈত্য বিশ্বাস করোনা কোন ।
ভারতাকা হেহু আসি ক্ষীণতলে ।
পৃথিবীর তার হরি যোগ আচরিলে ।
বারেক উধর দেহ রেভতীরস্থ ।
কাঞ্চিলা আকুল তব বন্ধ পরিজন ।
তবে ধনঃস্থ যায় মৃত্যু তালা ।
প্রাণনাথ কৃষ্ণচর দেখিয়া তথায় ।
কৃষ্ণচরের কোলে করি কাঞ্চিলা বীর ।
পৃথিবী রিতিত তাঁর নয়নের নীর ।
মহাভারতের কথা অমৃত অর্থে ।
পাচালী প্রবংক কহে কাঞ্চিলা দেন ।

দেহঃস্থগণ করুক যত্নগুরু ঘর ও পায়াল হইবার বিবরণ ।

কৃষ্ণের শরীর পার্শ্ব কেলে করিয়া ।
বিলাপ করের বন্ধ কাঞ্চিলা কাঞ্চিলা ।
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ঘন জন ।
কৃষ্ণ বিনা পাণুরের আছে কোন জন ।
এতদিনে পাণুরের বিখ্যাত বিবরণ ।
কোন দোষে হারাইশ কৃষ্ণ অগুপতি ।
এই দুর্বলতা আমি পুরুষ আত্মাম ।
আমার পাইলে কা পাইলে বিশ্রাম ।
সখা সখা বলি যোগ করি যথেষ্ট ।
স্বজন প্রশারিতা আসি দিকে আলিসন ।
পুরুষেরে কোন হরস্থা তিতর ।
কৃষ্ণোরজুন এক তন্ত্র নহে তিতর ।

পাণুরের কার্যেতে বিশ্রাম মূল প্রাণ ।
সলিল রক্ষিত যেন মঞ্চ আতিজ জন ।
সেই কেলে পাণুরে রক্ষিত নারায়ণ ।
বারেক করিয়া সকটে কেলে পার ।
হস্তাক্ষান ভয় হতে করিলে উচ্ছেদ ।
আমি তব সখা প্রাণধর সহস্রেন ।
পরম বাজরাপে রাধিলে আপনি ।
পাখা যথেষ্ট করে পাথীর জীবন ।
সলিল রক্ষিত যেন জলগুপ্ত ।
ঘটে প্রত্য যুদ্ধনাথ নাম শুনে কেন ।
কোনু দোষে দেশী হেমাভূত তব ও চরণ ।
তব প্রেরণ যাত্রা আমি সেই দণ্ডনয় ।
সখা কেন কৃষ্ণ দেহ মহাশয় ।
একবর চাও প্রত্যে মেলিয়া নন ।
সখা বলি বারেক করহ সমুদায় ।
বারেক দেখাও চাঁদমুখের স্থান ।
বারেক বন্ধনহার কুল হস্তাভাষ ।
রুদ্র সিংহসন ভ্যাজী ভুমিতে শয়ন ।
চাঁদমুখে লাভিয়াছে রবির করিয়া ।
কোনু যুথে যাব আমি হস্তক্ষানগরে ।
কি বলিব পি আমি রাজ্য যুথিতগে ।
ভাইগেন কি বলিব দ্রোপদীর তবে ।
কেন যথেষ্ট প্রাণ ধর্ম সুপ্রবর ।
হারা বিবিধ। এতদিনে কারের বন্ধন ।
কোনু দোষে হারাইশ মিত্র সৃষ্টিবাক ।
বিম্বরিতা সব কথা স্থীত করিয়া ।
সঙ্গে রিলে নিয়ম জনে পাশ্বে যাজ্জিক।
ভাগ্যবন্ধ যত্ন কৃষ্ণ নাথ নাহি সীমা ।
ইত্যাদি করলে পাইলেক সাল ।
আমি সব হতভাগ্য পাপিত দুখ্যতি ।
কোনু গুলো পাল সেই কুষ্ঠনে মহিত ।
হারা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা বিনাশ ।
তোমা বিনা দেহ মূল হস্তল পরাগ ।
কি রুদ্ধি করিয়া আমি কোনার যা যাব ।
আর কখানা সে চাঁদমুখে দেখা পায় ।
শীতে সুপথে হাত কাৰ্ত্তি উদ্যোঁকের।
তুমি গজা গজা দেখি পার্থ ধৃতচর্চ।
দারুক সারথি বোঝি কয়ে অজ্ঞন।
বির হা ধনজী শোক তাঙে মন।
হাতে শোক কৈলে কি হকেব আর।
আমি যাহি কহি তাঙে শুন সারথি।
বিদি নিতী আছে এই কৃত্তিনায় ধর্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রবর্তকর ক।
পূর্বতে আমারে করিলেন গদাহর।
সর্ব তৈতে বড় দিয় পার্থ ধৃতচর্চ।
বোঝ আচরিয়া পরে পাইয়ে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবা পাইবেন।
সে কারণে এই কষ্ঠ তোমার বিহিত।
সবার সংকার কষ্ঠ করিতে উচিত।
বহরিতে স্ত্রানাদি করিল অজ্ঞন।
সংকার করিতে পার্থ করিলেন মন।
চন্দ্রের কাঠ তথা করি রানি রানি।
স্মিনিন চতুষ্যল গণের পরিসর।
দেবকৈ রোহিম বহুদেবের সমহ।
অহিকুকে প্রবে করিল হরিবত।
করিতে রায়ের সন পশি হড়ভান।
অধিকার্য সাক্ষর করিল অজ্ঞন।
সবার অধিকার্যর করিল সমাপন।
বিহিতে করিলেন আদাীা তাঙ।
দারুক পুনর্বার কয় অজ্ঞনের প্রতি।
অজ্ঞন বয়সুর কষ্ঠ করহ সম্প্রতি।
শ্রী গণে লাইয়া যাও হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীর বিদিত সংসারে।
তোমা বিনা কার নিতি রাধিবারে পারি।
সমুদ্র সাপীয় এই বারকানগরী।
আজা কে আমি বেশী মহাস্থম।
শুনি শীঘ্র করিলেন ধন্তক।
এতেক মুক্তনাথ পার্থ কহি মহামতি।
দারুক চাবিল যখা বনের নিবৃত্ত।
কৃষকের রমণীগণে লাইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনাপত্তে পার্থ মহামতি।
বারুক এস্তিল আসি সুযুত্রের জল।
নিত্যর মন্দির মাত্র জাগরে কেবল।
এক শত পঞ্চ বর্ষ স্ত্রীমুখধূসন।
মন্ত্রপুরে নিবদেন বারুক ভুবন।
শ্রীগণে লাইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি গাণায়ী অঞ্চল শরাসন।
হেনকলে দৈত্যগণ আছিল কোথায়।
কৃষকের রমণীগণে দেখিবারে পার।
একত্র হইয়া যুক্ত করে সরবরন।
কৃষকের রমণীগণে হাঁচ এখন।
অজ্ঞন লাইয়া যাও যতেক স্বন্ধশী।
কান্নিয়া লাইয়া হেন নীতে বিচারি।
পার্থে আগুলিল আর সকল রামী।
হস্তে ধরি শ্রীগণের করে টানাটানি।
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধন্য।
গাণীব ধরিল বীর কোথে অতিশয।
অমিদত গাণীব অক্ষর শরাসন।
বাহারে করেন পার্থ তেলালাট্জ শান।
মেঘের ব্যাখ্যা বলি অতি মনেবে।
খাওয়ান্ত কালে দিল বৈজ্ঞান।
ধরি ধূম হেলায় হেলায় দিয়া সংহতি।
এবে সুন দিয়ে শক্ত নহে অজ্ঞন।
মহানভয় হীল ধূম তুলিয়ে না পারি।
কৃষ্ণ কোটে সুন দেন বহ শক্ষি করি।
টাটিনে না পারি ধূম অক্ষর পুরী।
কিছু অল টাটিনে বাণ দিলেন ছ্যাড়।
মহাকৌীয়ে ছাড়িলেন বঞাম বাণ।
দেখা আঁকে ঠোঁক পড়ে তুণের সামান।
বাণী বাণী বাণ বিক্ষে প্রাপ্তে।
অবশেষে বাণ ব্যাখ্যা করে দৈত্যগণে।
এড়ি অক্ষর অমি বাণ ধন্তক।
নত বাণ এস্তিলেন সব ব্যাখ্যা হয়।
নত বিদ্যাকে পাইলেন খাপগুরা স্থান।
নত বিদ্যাকে পাইলেন অমর ভুবন।
এ তিন ভুবনে যাও মানে পরাঙ্গ।
দেখা সনে রেন সর্ব অক্ষর ব্যাখ্যা হয়।
মহাভারত

ব্রাহ্মণ অন্ত্র অজ্ঞানের হীল পাসরণ।
বিম্ব মানিন্দা চিত্রিতেন মনে মন।
গাৰীব ধ্রুকু বীর ধরি ঝুঁই করে।
প্রহর করেন দৈত্যগণের উপরে।
ঈতর প্রাণী যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণ অজ্ঞানের কে তাড়াতাড়ি।
দৈত্যগণ অজ্ঞানের পরাজিত রণে।
স্ত্রীরণ লইয়া গেল বচ্চন্দ্র গমনে।
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাণ্ডুর পুত্র হল ত্রিধার্ম্য জীবন।
পরাজয় মানি পার্থ পরম চিত্তে।
কামিতে কামিতে যান অতয় দুঃখিত।
বদরিকাশ্মে গিয়া বাসের নিকটে।
দেবতা প্রাণ করিল করপুটে।
অজ্ঞানের মলিন দেবিয়া অতিংশ।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ব্যাস মহাশয়।
কি হেতু হইলে দ্বীপী কুতীর নন্দন।
আজি কেন দেখি ত মলিন বদন।
স্ত্রীরণ করিতে কিন্তু কহত আমারে।
পরাজয় হীলে কিব। সংখ্যা ভিতরে।
দেব-দৈত্যে হিংসিতে কি হস্তে গীড়গুলে।
দুঃখজন্য নেবনে কিব। হীরাত। পাইলে।
এত বলি আস্মাইয়া মুহু মহাশয।
কে ধরি বীড় বীর ধনম্য।
কামিতে কন্থায় পার্থ মহাশুক্র।
কি কাণ্ডে মুনি সব তোমাতে গোচর।
এত দিনে পার্থেরে বিদ্য হীল বাম।
গোলকনিষ্ঠ হল কৃষ্ণ বলবাম।
ধীর অনুগ্রহে আমি বিজ্ঞান সংগ্রামে।
হীলায় গাত্রীব ধরি বাম করে।
সম সম বিদ্রোহে না করিন্থ ভয়।
পরামর্শে করিষায় ভিন্নো কজ্ঞ।
মম পরামর্শে দেব সব জ্ঞান কৃষ্ম।
এক রথে চড়িয়া জিনিমু মরসীতে।
সেই তৃণে সেই ধ্রুকু দেই ধন্যজ।
সন্তান নিম্নল হীল শনি মহাশয।
দৈত্যগণ আলি যেীর পরাজিত রণে।
কৃষ্ণের রণধীন কাফি নিল মম স্থান।
এষু বিনা এই পথি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাই প্রয়োজন।
বিক্রম বিজয় মোর সব দামোদর।
তীর্থের অভাবে ধরি পাপ কলেবর।
কেহ মুনি কি উপযোগ করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শংসাহুদুন।
উচ্চালের কালেন সময়ে বহু বলো।
অজ্ঞানের আশ্রমিয়া কিনিলেন ব্যাস।
স্বর হু ধন্যজন্য শেক পরিরহ।
আমি যাহ। কহি তাহা শুন বীরবর।
যা কিনিলে ধন্যজন্য সব আমি জানি।
বল বূঝি পরামর্শে দেব চক্রপাণি।
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সন্তন।
উৎপতি এলো স্বতি সেই নারায়ণ।
বিলেপ নিবিন্দণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অবয় তিনি অনন্ত আকার।
জল বন্ধ শুভ্র তিনি সকল সংগার।
স্বরমূলতে আমারূপে নিবাস তাহার।
আমার নাই তাহার সব সমাজ।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলে সমাজ।
তিনি হুকা তিনি বিদ্যা তিনি পঞ্চন।
ইহার চন্দ্র সূর্য তিনি পবন শমন।
চরার স্বরমূলে বিচিত্র এই জন।
পরমাত্মা রূপে একই সেই সন্তান।
কে জানিতে পারে সেই নারুর মহিম।
চারিবেদ কথিত না পায় ধীর সল।
শত কোটি কল্প মোগী ধায়ে রাধি মন।
তবু নাই পায় সেই প্রভু দর্শন।
তোমার পাইলে কত পুণ্যে দে বাদ্বায়।
কৃষ্ণ বিনা অষ্ট নাই তাহার মত।
ভক্তির অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিরূপে পাই সেই প্রভু দর্শন।
তাজিয়া মনের ধন্য ভঙ্গ পিয়া স্তুতি।
ভক্তিরূপে ভগবান দুঃখ হরি নহে।
মুলপর্যালোচনা প্রবন্ধ

রীতির ধ্যান—শিক্ষার পরিশ্রমণ বুদ্ধির প্রেরণা

শ্রবণ নাসিক। চক্ষু সব বিপিনে।
দেখিয়া অপূর্ব সব হইল বিশ্বত।
যুমিরূপ দেখি সব উপহাস কীল।
তাহ। শুনি যুমিরূপ কুপিয়া। কহিল।
আম। দেখি উপহাস কর নার্গিল।
সে কারণে শাপ দিব শুনি সর্বজন।
পৃথিবীতে গিয়া। সবে কুষ্ঠে পতি পাইবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্য হির লবে।
যুমির চনে সবে কমিত শরীর।
বিশ্বাস করে তবে চরণে যুমির।
অর্জ্জন লীলায় মোর সহজে চকল।
কম অপরাধ মুনি দেখিয়া। অবল।
প্রস্ন হইয়া। কর শাপ বিমোচন।
ধর্মে মতি রহ আজ। কার তত্ত্বধারণ।
কুষ্ঠ হয়ে পুনরুপ যুমিরূপ কহে।
কুষ্ঠ কেখলে সে কতৃ ব্যর্থ নহে।
অষ্ঠ হরিবে দৈত্য না হবে এজন।
দৈত্যের পরশে সবে হইয়া পাণিন।
পূর্বকের রূপস্ত এই জানাই তোমায়।
কেহাগণে দৈত্য হবে এই অভিপ্রায়।
পাণিন হইল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রস্ন রমণীগণ গেল তার পাশে।
না ভাবিয়া চিতে দৃঢ় চল নিজ। ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ভাবি ভঙ্গ কুষ্ঠে।
এ বসি অক্ষুন্নের দিলেন বিদায়।
প্রশ্নায়। ধননিঃয়। যান হন্তিনায়।
মহাতেজের কথা অযুত মনায়।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।

—

অক্ষুন্ন কর্তৃক যুবিন্দ্রের নিকট বহুলোক নামের কথা।
জয়েময় কহে তবে শুন তত্ত্বধারণ।
অতঃপর কি হইল কহ বিরুদ্ধ।
পাপপুঞ্জ পঞ্জাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়েগে।
কিছুতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে।
বিশ্বাস। কহ যুমি সহজে মোরে।
এ তাপ বলাও সম মনের ভিতরে।
তব মুখে আর্ততাক্য হ্রদ্যা হীরভি হৃদি।
অবর্ধনে আবার খণ্ডিল সব কৃত্তিঃ
পিতামহ উপাধান অপূর্ব আধ্যান।
তব মুখে শুনিলে জ্ঞানে দিয়াড়ান।
বিদ্যাত বিশেষায়ন মহাস্থপাদন।
ব্যাস উপসন্ধান শত্রু বিখ্যান।
নুপুরির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কিরঞ্জ লগিল মনি জ্ঞানজয় স্মান।
মৃদু বলে শুন কুর্বন্ত চূড়ামণি।
অনন্তের শুনি পিতামহের কাহিনী।
বদলেন ধর্মরাজ রুভ সিংহাসন।
পরেছে ধরিল ছত্র পবন-নদনে।
চামর চূড়ায় দুই মদ্রাশ্ব-শৃঙ্খল।
পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুত গুণভূত।
সত্যায়নিরঘ রাজাধি অবতার।
হরিষ্ঠে বসি সেব করিতে বিচার।
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপ্রীত।
দিবসেথে শিবায়ন ডাকে চারিহিত।
অন্তর্যাঙ্গ গৃহিণী উঠে বাক্যে কাঁদে।
বিপ্রীত শংস করিঘর ভাকে কাঁদে।
বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভাষ্য গর্ভগৃহ।
বিপ্রীত বাত বেহে ভরা বর্ধণ।
প্রবল প্রলয়ে যথে অমৃত ধরিন।
ছোটর শেড়ে ডাকে পাষ-পল্পীগুর।
ঘরে ঘরে নগরের কলায়।
অনে অভিনেতা কোনেল করিয়া কল সব।
পিতামহে বিবাদ শান্তের সব সন।
বাসন সহিত বন্দ্র করে শুক্রগণ।
জিনকের কেশে ধরি মারে তন্নয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহাআর আসে কয়।
দেউলে প্রাচীর ভাঙ্গে দেবের দেহ।
প্রাতিক্ষা সকল নাচে গায় মননছ।
অবিজ্ঞান ক্ষে কৃষে নাচে বস্মতী।
বিবিধ উৎপাত বয় হইল অনীত।
দেখিয়া বিবিয়া চিত্ত ধর্মের নমন।
চস্তুযুক্ত হয়ে মনে করেন তাভব।

না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্বল্প নহে মম হন্দ্র বিকল।
দ্রাক্ষাসনের গেল পার্থ মহারাজে।
তার অশ্লিষ্ট কিছু না পাই বরতাঃ।
না জানি কি বিরোধ করিল কার সন।
নাহি জানি কি কর্ম করিল সাহখেন।
কবি পার্থ সমারে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ ময়।
কিজুপে স্বরেতে পাই পার্থের বারতাঃ।
শীলাগত দূত পাঠাইয়া দেহ তথ্য।
কি কারণে আজ মম আকুল পরাণ।
বাম অমিঃ নাচে এই বড় অলকণ।
এইরূপে যুথিথির করেন তাবন।
বিবাদ করেন রাজা হির্মাকুল মন।
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবিষ্টি কান্নিতে কান্নিতে।
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্নেন ঘন ঘন।
কিজুপে যাইব আমি হইতে।
কি বিলির গিয়া আমি ধর্ম নুপুরে।
হায় প্রতু তোমাঃ বিন।
কি হবে আমাতে।
নয়নুগ্রেল বারি বহে অহিনায়।
শুখমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার।
পাগোব ধরিতে নাহি হইলেন ফসম।
কুজের সৃষটি গেল বীরধ বিক্রম।
রোথেতে গাত্রীব ধরী বার ধনমঞ্জয়।
পদজুপে চলিলেন অতি দৌন প্রায়।
দূরে দেখি ধর্ম জিথিদেশ রুক্ষেদে।
এই দেখ অক্তু আসিষ্ট কত তরু।
অক্তুখের রথ হেন পাই দরশন।
অক্তুখের আইলেন মহেন লয় মন।
কিজুপে একত্র ধরে চলে রথভর।
বিবাদ গমন হেন রুষ্কি বে অন্ত।
অক্তুখের দেখি আজি বড়ই মলিন।
কুঞ্জবৃক্ষ শূম্বথ যেন আত দয়।
দাতাক আইলে পুরুষের কুজের আদেশ।
অক্তুখের সহিয়া গেল পোহিলের পালে।
কতবার হায় পার্থ ছাড়া তুম্ব না।
আনন্দ সাগরে আসে নিজ নিকেতন।
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অগ্নিত।
কলহ করিল কিবা। কাহার সহিত।
কিন্তু কোন অপরাধ কৈল প্রথমনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভূত্তনে।
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি যথিল আজি কেমন-বিবাদ।
যদি পার্থ হ'য়ে থাকে কৃষ্ণের বস্তুত।
সঙ্কল নৈরাজ্য হ'ল পাও নিচিত।
কৃষ্ণ বিনা পাওবরের কেবা আছে আর।
সঙ্কল সম্পদ মম চরণ তাহার।
তাহার বর্জিত হ'য়ে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজাখন কি করিব গেহ।
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চর্চন।
নিদ্রাতে আইল পার্থ ইত্যাদির নন্দন।
চিত্ত পুতুলিকা গ্রাম যুহ নাহি বেল।
পাঠ্য ধরন্ত্রীতে হইলা বিছ্নল।
হা কৃষ্ণ বিনা বীরে লোতায় ধর্পী।
অর্জুনের মনত্রে ভিক্ষাল অবন।
রাজ জিজ্ঞাসেন কহ কুশ্লং সাভার।
পাওবরের তবে কিবা হইল প্রমাণ।
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণ।
গৌরিন্দ বর্জিত কি হইল এচ দিনে।
ব্যধিতে বল কৃষ্ণল সমাচার।
কি করায় এহ দুঃখ হইল তোমার।
উঁ উঁ ধন্যগ্র কহ বিবরণ।
কি প্রক্ষাল আছেন নে শ্রীমধ্যসন।
কি করায় স্বর্জিত সে দারুক আইল।
বল মন্ত সমাচার কিছু না কহিল।
তোমাকে বহির্গত গেল দ্বারকা নগর।
কহ তুমি কী করে ভেটিতে দেব হরি।
জগতের হরি কর্তা দেব নারায়ণ।
এক লোককে তার বৈস কত জন।
কত শিব ইন্দর এক লোককে।
তাহ'ই সত্ত্বে চন্দ্র করিলে কি রূপ।
মাত্রাল নন্দন হেন চারিল মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ নাহি চারিল নযানে।
কিবা বলভদ্র সহ কৈলে অভিনয়।
কি দোষ করিলে তুমি তাই ধন্যল।
চারিলে চারি ভাই মধ্যবর্য খনন।
ধুলায় লোতায় বীর ইন্দ্রের নন্দন।
অর্জুন কহেন রাজ। কি কথিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার।
পাওবরে বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জিত হ'লে শুনহ রাজন।
প্রজাশায় যথিলাংশ হইলক গয়।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়।
কামদেব আইল যেই কৃষ্ণের নন্দন।
কৃত্বর্ষে সামান্ত কি বৰ্ষে যজ্ঞ।
পরম্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
একজন রথকুলে না রহিল আর।
যোগে তথার ত্যজিলেন রেবতাশমণ।
নিষ্কৃষ্ণ আকৃট ছিলেন নারায়ণ।
ব্যাধ এক আসি বাণে বিশিষ্ট চরণ।
তাহে ত্যজিলেন প্রাপ্ত শ্রীমধ্যসন।
পাওকুলের নাথ দেব জন্মন।
তাহার বিয়োগে হ'ল সকল মরণ।
কি করিব রাজাখন কি কাজ জীবনে।
সকল নিরাশ হ'ল গোবিন্দ বিহন।
গাত্রীতি ধরিতে মম শান্তি নাহি আর।
দশদিক শুষ্ক দেখি সকলি অদ্রকার।
মৃত্যুলপদের কথা অপূর্ব ঘটন।
পরার প্রবক্ষে কান্তাদ বিবরণ।

যুধিষ্ঠিরের বিপাপ।
অর্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পাঠ্য ধরনী উপর।
শ্রীমন্ত মাত্রানধ, ভদ্র কৃষ্ণ পরাক্ষিত,
লোতায় ধূলায় ধূত।
চিত্রের পুতুলি স্ত্রী, চন্দ্রে গড়া-গড়ি যায়,
প্রাণধনা গোবিন্দা বহন।
হায় দুঃখ বিমোচনে, পাগলের এবং তার, 
তোমার বিনা কে আছে আমার।
যুথিতির নৃপবর, 
ধনঞ্জয় রূপকের, 
সহ হই মাতৃকের নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, 
ধর্মিতে গড়াড়ি, 
কৃষ্ণ কুঞ্জ ডাকে ঘনে ঘন।
ভারত অযুত কথা, ব্যান্ডের রচিত গাথা, 
সর্ব দুঃখ আবেণে বিনাশ।
কলমালকান্তের সত্য, জন্মের মন্দির, 
বিরচিত কাশীরাম দাস।

গৌরীর সাহিত পাগলের মহাপ্রগাঢ়।
রাজা বলে ভাই সব কি তাছিছ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেয় সকল ভাগন।
কৃষ্ণ বিনা গুহাবস নাহি প্রয়েগন।
কুফের উদ্দেশে যার নিঃপত্ত বচন।
সকল সম্পদ মহ সেই জ্ঞাপণ।
ভাই বিনা তিলেক উচিত নহে ত্রিভুব।
যথাযথ পাই সেখান শ্রীরামনন্দন।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে।
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করাপুট হইয়া করেন নিবেদন।
পাগলের পরিতু তুমি পাগলের পরিত।
তুমি যেই পথে যাও সেই পথে গতি।
তোমার বিনা কে আর করিবে কোন কথ।
কৃপায় সংহতি হইল ধর্মরাজ।
আমার তোমার পাশে নহি বিচিত।
আমার ষে বাণিজ্যে নহে ত উচিত।
এত শুনি আমাদের ধর্ম নরপতি।
প্রণয়িতু করিয়া কহেন পার্থি।
আমি ধর্মশালী তব ভাই পঞ্জেন।
আমারে ছাড়িয়া না যাই কেবল।
তোমার সব সংস্কারে আমি যাইব নিঃপত।
অসংহত জনের না ত্যজ কৃপাসহ।
তোমায় যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অসংহত জনে রাজা করহ সংহতি।
ধর্মপদ্ম | বরাহর ধান—বরাহনিবন্ধনী দুর্গা এলফগু মুদ্রারি।  

দিন আশ্বাসের তবে ধর্ষের সন্দন।
পৃথিবীর ভূল হরিতির মনে।
না রক্ত সবারের বিশন্দ অপ্রিমগু।
ধ্বংস দেশ মান তিনি একে শর।
পৃথিবীর আশ্বাস বিশিষ্ট বিন্দু।
মনে আইল যথা রাজা মৃত্যুবিশিষ্ট।
কুমারের পেয়ে পক্ষ পাপজুঙ্গ রূপাশ।
লিপনে করি হীল অনন্দ অপার।
ঈশ্বরের পাদপাদত তারে অভিষেক করি।
চরণ দিয়ে অপরে ধর্ম অধিকার।
তারা কছেন তবে ধর্ম নুপুর।
কুমার এপেন্ত হীম বৃষিকাল।
এই ঈশ্বরের কর অধিকার।
ধর্মনেত পরিক্রিয়া পাবে রাজ্যভাব।
কোন হের্নিতছ শোকমুখী।
কলার বলির পর আমার পালন।
এ কথা যুথিন্তর সন্দর্হ হইয়া।
ব্যটিকে ঈশ্বরের দেন সম্পত্তি।
তবে যুথিন্তর রাজা হস্তিনা।
পরিক্রিয়া শোকমুখ নিম্নে।
পদীর্থ জল আহি করিব অভিষেক।
সর্বমুখের পাটু মিঠা অমাজ যেকো।
চতুর্ধিকে ঘন হয় হরি হরি ওহি।
ঈশ্বরের পরিক্রিয়া হীল নুপুরশ্চ।
শুভ কোর্ড প্রিয়া পান পঞ্চম।
পাঞ্চল নন্দনী সঙ্কো হীল বাহির।
শীর্ষ শীর্ষীরহ বলি ডাকু উচিরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধ বড়পাত বস্তিচন।
ধারণচার্য দ্বিঘন প্রাণ করিয়া।
শীর্ষীরহ বলি জ্ঞান নিবাদিয়া হইয়া।
চলে পাখুষ হয় কঠিনসন্দন।
হদজ ভাবিয়া সেই দেব চক্রবর্তী।

প্রাক্তালকের প্রতি যুথিন্তরের প্রবোধ রাক্য।
ধর্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সচে যা নিকেতন।
এই পরিক্রিয়া হল রাজ্যভাব।
আমা সম তোমা সবে দুর্গা পালন।
সংসারের অন্য সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সহ কুকরের চর।
কুকর বজ কুকর বিচ্যুত কুকর কর সার।
ভেবে দেখ কুকর বিন গতি নাহি আর।
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কুকর বলি চলিলেন পক্ষ সোহর।
হেনমতে পক্ষ আম যান পুরস্তমুখে।
হেনকালে বিধানের দেখেন সমুদ্রে।
অর্জনে চাহিয়া চলিলেন বিধানের।
আমার বচন শুন পার্থ ধস্তক্ত।
আহি চূতান, শুন ঈশ্বরেরনন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাওয়াদান।
তোমা পক্ষ সোহর দেব অবতার।
বিসন সহ পৃথিবীতে করিলে বিহার।
করিলে অনেক কর্ষ বিনাশিলে আত্ম।
পরম সংখ্যায় হীল পৃথিবী অপার।
অন্তঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
বর্ণবাদে চলিলে ভোরা পঞ্চম।
অন্তর্ব যুগল তুষ গানী ধস্তক্ত।
দেহত আমায় তবে এ নহে কোকর।
এত শুনি পক্ষতাই পাঞ্চলি সহিত।
প্রশিক্ষিত করিলে হয়ে হরিতি।
গানী ধস্তক্ত আর তুষপুষ্প শর।
অর্জন বিধানে দেব পার্থ ধস্তক্ত।
ধস্তক্ত লইয়া হীল অপরাজ।
করিতে পঞ্চম করণে প্রাণম।
তবে পুরস্তমুখ হয়ে যান ছয় জন।
বনের বনে চলিলেন তাই পঞ্চম।

মুলপ্রার্থী সমাপ্ত।

১১১—১১২